বাংলা ভাষা ও সাহিত্য – উদ্ভব, ক্রমবিবর্তন, অগ্রগতি

বাংলা ভাষা যে মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে তা হলো ভারতীয় আর্য ভাষা (Indo Aryan)। এই ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যরূপ এবং কথ্যরূপ — দুটি শাখা পাওয়া যায় । সাহিত্যরূপ বৈদিক অর্থাৎ বেদের ভাষা । বৈদিক ভাষা থেকে সংস্কৃত ও পালি দুটি ভাষার উদ্ভব হয় । আবার ভারতীয় আর্য ভাষার কথ্যরূপ থেকে প্রাচ্য ভাষা, প্রতীচ্য ভাষা প্রভৃতি উপভাষার সৃষ্টি হয় । পরবর্তীকালে এই উপভাষা অর্থাৎ মূল প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা থেকে শৌর সেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগ্‌ধী, অর্ধ-মাগ্‌ধী ও পৈশাচী এই পাঁচটি প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয় । কালক্রমে এই প্রাকৃত ভাষাগুলি অপভ্রংশ ভাষায় পরিবর্তিত রূপ নেয় । যথা মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগ্‌ধী অপভ্রংশ । পরে এই মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা উদভূত হয় ।

বাংলা ভাষা মাগ্‌ধী অপভ্রংশের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে দশম শতাব্দি বা আরও কিছু আগে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব কোন্ ভাষা থেকে হয় ?
2. প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি কোন্ ভাষা থেকে ?
3. মাগ্‌ধী অপভ্রংশ থেকে কোন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ।

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হলো চর্যাপদ বা "চর্যাচর্য" বিনিশ্চয় । গূঢ় ধর্মতত্ত্বকথা একপ্রকার হেঁয়ালিময় ভাষায় (সন্ধাভাষা) এই পুঁথি রচিত হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং সাহিত্য মূল্য অস্বীকার করা যায় না ।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদিপর্বে বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন্ হলো" রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক প্রথম বাংলা কাব্য ।

পরবর্তী সময়ে "রামায়ণ" মহাভারত "ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় । — মধ্যযুগের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি ।

এই যুগে মুসলমান কবিগণ ও সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন । এঁদের মধ্যে দৌলত উজীর, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রধান ।

মধ্যযুগের শেষের দিকে অষ্টাদশ শতাব্দির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হন । তাঁর "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে দেবতাকে মানব রূপে চিত্রিত করে যে অভিনব আদর্শের স্থাপনা তিনি করেন, তা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. চর্যাপদ কোন্ যুগের সাহিত্যের নিদের্শন ?
2. চর্যাপদের পুঁথি কোন্ ভাষায় রচিত ?
3. মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা কাব্য কী ?
4. অনুবাদ সাহিত্যে কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ করা হতো ?

সর্বশক্তিময়ী মাতৃরূপের আরাধনার মাধ্যমে, সৃষ্ট শাক্তপদাবলী এই যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখা ।— বাউলগান, লোকসাহিত্য, গাথা - গীতিকা ইত্যাদিও এ সময়ের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন ।

মধ্যযুগ এবং পরবর্তীযুগের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্যে কাব্যধারাই প্রচলিত ছিল । প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগের আরম্ভ হয় বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভবের মাধ্যমে ।

শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় । গদ্য সাহিত্যে রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীগণের অবদান উল্লেখযোগ্য । এঁদের মাধ্যমে যে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়, পরে তা নানারূপে বিকশিত হয়ে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সাধন করে । গদ্য সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগেচেতনার মাধ্যম ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা কে ?
2. সাহিত্যের কোন্ শাখায় মাতৃরূপের আরাধনা করা হয়েছে ?
3. চৈতন্য জীবনী কাব্য কোন্ যুগের সাহিত্য ?

ক্রমে বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব হয় । অনুবাদ নাটকের (ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি) ধারা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলায় মৌলিক নাটক সৃষ্টি হতে থাকে । এ বিষয়ে রাম নারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন অগ্রণী । উন্নতমানের নাট্য-সাহিত্যের পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত । স্বল্পকালীন সাহিত্য জীবনে মধুসূদনের অগাধ পান্ডিত্য এবং বিস্ময়কর সৃজন প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে যে ভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনাবিহীন। বাংলায় সার্থক ট্র্যাজিক নাটক, প্রহসন, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রভৃতির জন্মদাতা

মধুসূদন । পরে অন্যান্য নাট্যকারগণ এই শাখায় প্রভূত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন ।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধির কবি । পুরাতন কাব্যধারা ও আধুনিক সাহিত্য সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার সমাজ সাহিত্য - সংস্কৃতিকে তিনি বিশেষ প্রভাবিত করেন ।

বাংলা কাব্যের নবযুগ ও মহাকাব্যের যুগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের মাধ্যমে আধুনিক জীবনবোধ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় । মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সাহিত্যিক মহাকাব্য (Literary epic) আখ্যা দেওয়া হয়েছে ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষণীয় । গীতি কাব্যের সূচনা দেখা যায় মাইকেল মধুসূদনের রচনায় । বিহারীলাল চক্রবর্তী এই শাখার প্রথম সচেতন কবি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বাংলা গদ্য সাহিত্যের দু'জন লেখকের নাম করো ।
2. নাট্য সাহিত্যের পথিকৃৎ কাকে বলা হয় ?
3. যুগসন্ধির কবি কে ছিলেন ?

বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ - নিবন্ধের ধারা সাহিত্যের ইতিহাসকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে । বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যকারগণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সার্থক প্রাণপুরুষ । বাংলা সাহিত্যের কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, চিত্রকলা সমস্ত ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ । বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছর পর্যন্ত তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন । কবির সমগ্র সাহিত্য পরিক্রমা এই স্বল্প পরিসরে একান্তভাবেই অসম্ভব । বাল্মীকিপ্রতিভা, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, নৈবেদ্য, বলাকা, গীতাঞ্জলি, পূরবী, পুনশ্চ ইত্যাদি কবির মহা মূল্যবান কাব্যগুচ্ছের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র । রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসাবেও অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন । তিনি বাংলা সাহিত্যে রূপক - সাংকেতিক নাটকের স্রষ্টা । বিসর্জন, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি নিয়মানুগ নাটকের পাশাপাশি রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী ইত্যাদি রূপক বা সাংকেতিক নাটকের মহার্ঘতা অনস্বীকার্য ।

তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক দিক্‌চিহ্ন । বাংলা উপন্যাস 'চোখের বালি'র সময় থেকে এক নূতন দিকে মোড় নেয় । যোগাযোগ, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভার অসামান্য অবদান । বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষামূলক বহু প্রবন্ধ কবি রচনা করেছেন, যেগুলি আজও ছাত্র সমাজ

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম সূচনা কার কাব্যে দেখা যায় ?
2. বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম সচেতন কবি কে ?
3. অমিত্রাক্ষর ছন্দ কার সৃষ্টি ?
4. বাংলা সাহিত্যে সনেটের জন্মদাতা কে ?

এবং সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান । এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত কবির পত্রাবলী বাংলা সাহিত্যে 'পত্র-সাহিত্য' নামে পরিচিত । তাঁর রচিত অসংখ্য গান রবীন্দ্র সংগীত নামে সংগীত জগতে এক বিশিষ্ট শাখার সৃষ্টি করেছে ।

কবি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য 1913 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান । তাঁর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ সমগ্র বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরবের কারণ ।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিগণ উল্লেখযোগ্য । নাটকের ক্ষেত্রে এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য নাট্যকারগণের আবির্ভাব হয় । উপন্যাস ও ছোটগল্পের আঙ্গিনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য সাহিত্যিক । রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ লেখকগণ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাব্যের নাম লেখো ।
2. ডাকঘর নাটকের রচয়িতা কে ?
3. রবীন্দ্রনাথ কবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ?
4. রবীন্দ্র - সমসাময়িক কয়েকজন প্রবন্ধকারের নাম লেখো ।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্য নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । আধুনিক কবিতা নব নব আঙ্গিকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সমাজের নানা সমস্যা জীবনের নানা জটিলতা, নিত্য-নূতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ একালের লেখকদের রচনায় ছায়াপাত করেছে । আঙ্গিকেরও রকমফের ঘটেছে । উপন্যাস ছোটগল্প নাটক এবং অন্যান্য শাখায় এই পরিবর্তিত রূপকল্প লক্ষ্যণীয় ।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলা ভাষা সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক বিবরণী আমরা পেয়েছি । সাহিত্য-সৃষ্টি, তার ক্রমবিকাশ, তার পরিবর্তন সব কিছুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময় নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ধারা আজও অব্যাহত ।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

যে কোনও ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হলে তার জন্ম পরিচয় এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন । বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । — বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে ভাষাকে এইভাবে বিন্যস্ত করে দেখানো যেতে পারে ।

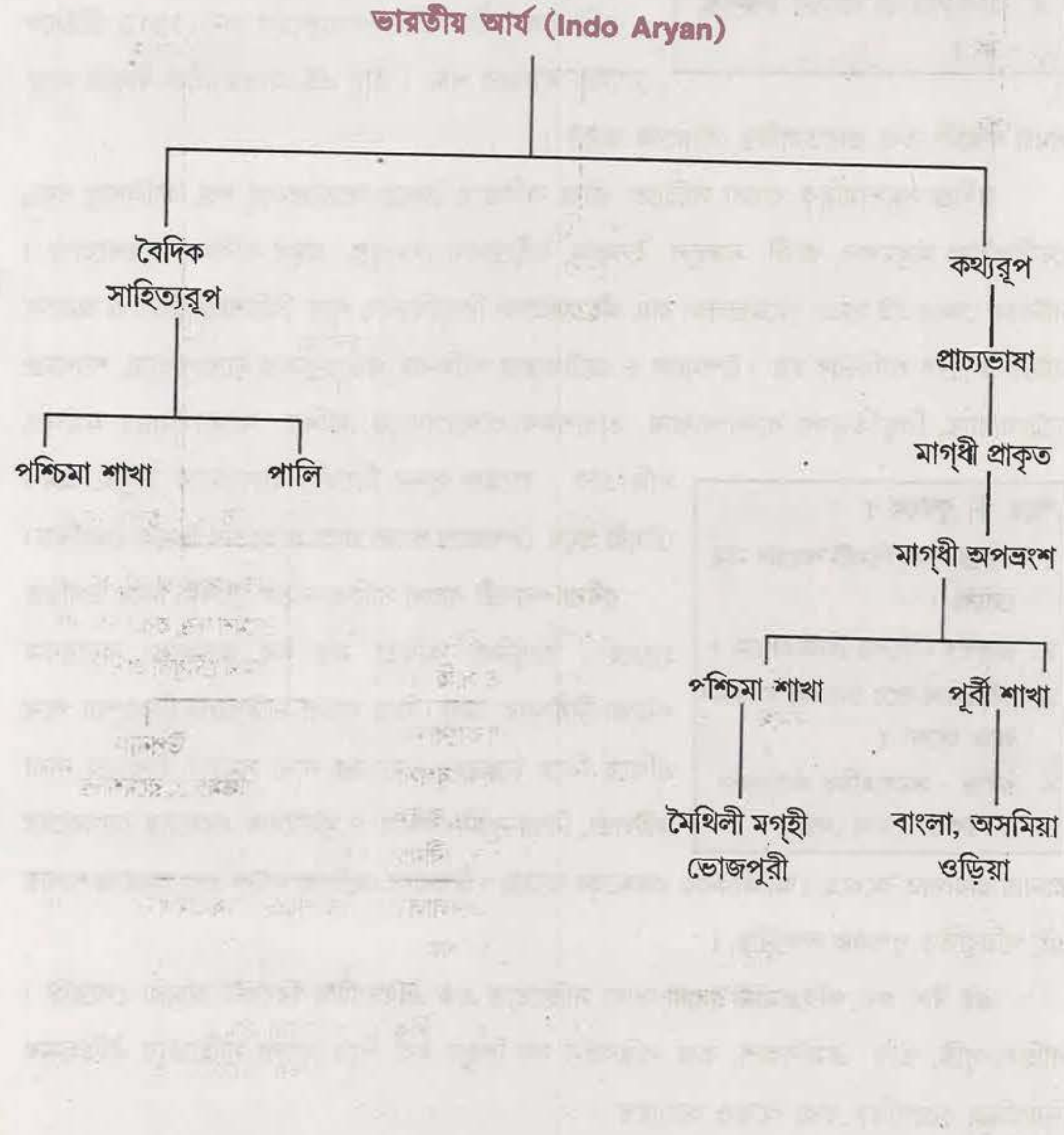

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি এবং ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের উদ্‌ভব ও ক্রমবিকাশের যে বিবরণী আলোচ্য পাঠে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এভাবে সাজানো যেতে পারে ।

বাংলা সাহিত্য

- প্রাচীন যুগ
  - চর্যাপদ
- মধ্য যুগ
  - আদি
    - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
  - মধ্য
    - অনুবাদ সাহিত্য-, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি
  - অন্ত
    - অনুবাদ সাহিত্য মঙ্গল কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি
- আধুনিক যুগ
  - প্রথম পর্যায়
    - বাংলা গদ্য-শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়ম, রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ
  - দ্বিতীয় পর্যায়
    - বাংলা নাটক-রামনারায়ণ মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি সাহিত্যকার
  - তৃতীয় পর্যায়
    - প্রবন্ধ সাহিত্য-বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি ।
    - গীতিকাব্য-মধুসূদন বিহারীলাল ও অন্যান্য কবিগণ
    - বাংলা কাব্যে নবযুগ, মহাকাব্য, যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি
    - উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত
  - চতুর্থ পর্যায়
    - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত চিত্রকলা, পত্র সাহিত্য, রম্য রচনা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি
    - রবীন্দ্রনাথ -সমসাময়িক কাব্য — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ
    - নাটক -দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ
    - উপন্যাস-ছোটগল্প প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ ।
    - প্রবন্ধ সাহিত্য — রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, প্রথম চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ।

জেনে রাখো

গূঢ় — অপ্রকাশিত

হেঁয়ালী — সাংকেতিক

নিয়মানুগ — প্রথাগত

যুগসন্ধি — দুটি যুগের মধ্যবর্তী কাল

লোক সাহিত্য — সাধারণ লোক সমাজের জীবনযাত্রা অনুসরণে যে সাহিত্য রচিত হয়।

শাক্তপদাবলী — মাতৃশক্তির (কালী, দুর্গা) আরাধনা যে পদগুলিতে করা হয়েছে ।

গাথা গীতিকা — কবিতা বা গানের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী ।

পাঠ পরিচয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করতে গেলে, সে ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । আলোচ্য পাঠ্য অংশটিতে সেই প্রয়াসই করা হয়েছে । বাংলা ভাষার জন্ম এবং সেই ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, তার ধারাবাহিক পরিচয় এখানে পাওয়া যায় ।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দি থেকে আধুনিক কালের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে রয়েছে । কাব্য-কবিতা, গদ্য প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকল্পে সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যই এখানে সাধারণ ভাবে আলোচিত হয়েছে ।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. **ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে কোন্ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ?**

   (ক) প্রাকৃত (খ) সংস্কৃত

   (গ) বাংলা (ঘ) বৈদিক

2. **প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন কী ?**

   (ক) রামায়ণ (খ) ভাগবত

   (গ) চর্যাপদ (ঘ) মহাভারত

3. সন্ধাভাষা কাকে বলা হয় ?

(ক) প্রাচীন ভাষা (খ) হেঁয়ালিময় ভাষা

(গ) অপভ্রংশ ভাষা (ঘ) বৈদিক ভাষা

4. মঙ্গলকাব্য কোন্ যুগের সাহিত্য ?

(ক) আধুনিক যুগ (খ) প্রাচীন যুগ

(গ) মধ্যযুগ (ঘ) অন্ত্য মধ্যযুগ

5. বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা কাদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল ?

(ক) শ্রীরামপুর মিশন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (খ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

(গ) বড়ুচণ্ডীদাস (ঘ) রাম নারায়ণ তর্করত্ন

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. বাংলা ভাষার কোন্ সময়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে ?
7. চর্যাপদের অন্য নাম কী ?
8. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোন্ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয় ?
9. ভারতচন্দ্র কোন্ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ?
10. বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় কে অগ্রণী ছিলেন ?
11. বাংলার সমাজ সাহিত্য-সংস্কৃতি যুগসন্ধির কোন্ কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

12. বাংলা কাব্যের নবযুগ ও মহাকাব্যের যুগের কবি কারা ছিলেন ?
13. বিহারীলাল সাহিত্যের কোন্ শাখার কবি ছিলেন ?
14. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজিক নাটক কে রচনা করেছিলেন ?
15. কোন্ কাব্যকে মহাকাব্য বা Literary epic আখ্যা দেওয়া হয়েছে ? কাব্যটি কার রচনা ?
16. "রাজা ও" "রক্তকরবী" কোন্ শ্রেণির নাটক ?
17. কোন্ উপন্যাসকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দিক্‌চিহ্ন বলা হয় ? উপন্যাসের রচয়িতা কে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

18. বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভবের পরিচয় দাও ।
19. বাংলা গদ্যের সূচনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লেখো ।
20. বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানো, লেখো ।
21. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা বিষয়ে কী জানো ?
22. রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দাও ।
23. রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. সন্ধি করো

লোক + সাহিত্য	উল্লেখ + যোগ্য	জন + গোষ্ঠী
মহান্ + কাব্য	চতুঃ + অঙ্গ	আন্তঃ + জাতিক
উৎ + চারণ		

2. বাক্য বানাও

ভারতীয়	আরাধনা
প্রাচীন যুগ	অস্বীকার
ঐতিহাসিক	আদর্শ

3. ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখো

বাউল গান	বিদ্যাসাগর
শাক্তপদাবলী	অসম্ভব
অচলায়তন	

4. পদ পরিবর্তন করো

উদ্ভব	সাহিত্যিক	বিবরণী
আঙ্গিক	পরিবর্তন	সংস্কৃত
জটিলতা		

জেনে রাখো

তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দ —

যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে অবিকৃত ভাবে বাংলায় নেওয়া হয়েছে, সেগুলি তৎসম শব্দ।

যে শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে সামান্য বিকৃত হয়ে বাংলায় এসেছে, তাদের বলা হয় অর্ধ - তৎসম শব্দ ।

যে শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, তাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ ।

যেমন,

তৎসম শব্দ — কৃষ্ণ
অর্ধ-তৎসম শব্দ — কেষ্ট
তদ্ভব শব্দ — কানু, কানাই

তৎসম শব্দ — রাত্রি
অর্ধ তৎসম শব্দ — রাত্তির
তদ্ভব শব্দ — রাত

তৎসম শব্দ — চন্দ্র
অর্ধ-তৎসম শব্দ — চন্দর
তদ্ভব শব্দ — চাঁদ

5. **নিচে দেওয়া তৎসম শব্দগুলির তদ্ভব রূপ লেখো**

অষ্টাদশ	সন্ধ্যা
বৈষ্ণব	গর্ব
মাতৃ	

6. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখো ।

আলোচনা করো

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এই পাঠে যে বিবরণী দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করে দেখো । বাংলা পড়া এবং চর্চা করা ভাষার উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন । বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য আলোচনার মাধ্যমে কাজে সচেষ্ট হও ।

করতে পারো

আলোচ্য পাঠে ভাষার উদ্ভব এবং সাহিত্যের অগ্রগতি বিষয়ক যে রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে, নিজেরা সেই রকম রেখাচিত্র বানাবার চেষ্টা করো । — রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি করে রেখাচিত্র বানাও; পড়ার সময়ে সেগুলি ক্লাসে টাঙিয়ে রাখতে পারো ।